JAN 24 200

পাঠ্যপুস্তক বিতরণে হ-য-ব-র-ল ॥ এবার ৬ষ্ঠ শ্রেণীর বাংলার মধ্যে ঢুকে পড়েছে ৮ম শ্রেণীর বাংলা বই

জনকণ্ঠ রিপোর্ট

স্কুল পর্যায়ে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ নিয়ে হ-য-ব-র-ল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। রাজধানী ঢাকা ও বিভাগীয় শহরগুলো ছাড়া আর কোথাও পাঠ্যবই পাওয়া যাচ্ছে না। সারা দেশে পাঠ্যবইয়ের তীব্র হাহাকার। এদিকে পুস্তকা কর্তৃক প্রকাশিত বোর্ডের বইয়ে আরও জোড়াতালি ধরা পড়েছে, এবার ৬ষ্ঠ শ্রেণীর বাংলার মধ্যে ঢুকে পড়েছে ৮ম শ্রেণীর বাংলা বই। সঙ্কট সৃষ্টির অভিযোগে পুস্তকার প্রধান ইকবাল আহমেদ এবং বোর্ডের চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে। দেশব্যাপী চলমান এই সঙ্কটের ব্যাপারে

পাঠ্যপুস্তক বিতরণে *(প্রথম পাতার পর)*

টেকস্ট বুক বোর্ড কর্তৃপক্ষ পালন করছে,'বোবা ও কালা'র ভূমিকা। বোর্ডের চেয়ারম্যান কোন বিষয়ই মন্তব্য করতে রাজি হননি।

পরপর দু'দিন হরতালের পর গতকাল মঙ্গলবারই ছিল বোর্ডের বই বাজারজাতের পর প্রথম স্বাভাবিক দিন। বইয়ের আশায় সারা দেশের লাইব্রেরীগুলোতে এদিন তাই দেখা গেছে অভিভাবক ও ছাত্রছাত্রীদের ভিড়। কিন্তু বিভাগীয় শহর ছাড়া আর কোথাও বই পাওয়া যায়নি। বিভাগীয় শহরগুলোতেও সব বই পায়নি ছাত্রছাত্রীরা, ৬ষ্ঠ থেকে ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত তিনটি করে এবং ৯ম শ্রেণীর ৫টি বই কেবল পাওয়া গেছে। রাজধানী ঢাকার নির্ধারিত দোকানগুলোতে পাঠ্যবইয়ের জন্য উপচেপড়া ভিড় দেখা গেছে। তবে সংখ্যা কম হলেও বই না পেয়ে ফিরে যায়নি কেউ। ইন্দিরা রোডের তোফাজ্জল বুক ডিপো প্রথম দফায় প্রতিটি বইয়ের ৬শ' কপি এনেছিল। মঙ্গলবার বিকাল পর্যন্ত তাদের কাছ থেকে একজন ছাত্রছাত্রীও বই ছাড়া ফিরে যায়নি। তবে লাইব্রেরী কর্তৃপক্ষ জানায়, ভিড় ক্রমশ বাড়ছে। মঙ্গলবার রাতেই তাদের আবার যাওয়ার কথা পুস্তকায় বই আনতে। ফকিরাপুল বাজারে কুমিল্লা বুক ডিপোতেও একই অবস্থা। এ লাইব্রেরীর মেজবাহ উদ্দিন সরকার বলেন, 'এ পর্যন্ত প্রতিটি বইয়ের এক শ' সেট করে এনেছি। দিনে ৪০-৫০ সেট করে বিক্রি হচ্ছে। প্রচুর ভিড়। কাল নাগাদ আবার বই না পেলে সমস্যা হতে পারে।' পীরজঙ্গী মাজারের ফেনলী লাইব্রেরীর সামনে অভিভাবক এবং ছাত্রছাত্রীদের প্রচণ্ড ভিড় লক্ষ্য করা গেছে মঙ্গলবার সন্ধ্যায়। একাধিক অভিভাবক বই হাতে নিয়ে ছাপা এবং কাগজের মান নিয়ে চরম অসন্তোষ প্রকাশ করেন।

এদিকে বেক্সিমকো গ্রুপের পুস্তকা কর্তৃক প্রকাশিত পাঠ্যপুস্তকের মধ্যে আবার গরমিল ধরা পড়েছে। চট্টগ্রামে অঙ্ক বইয়ের মধ্যে সমাজবিজ্ঞানের পর এবার ৬ষ্ঠ শ্রেণীর বাংলার মধ্যে ঢুকে পড়েছে ৮ম শ্রেণীর বাংলা বইয়ের অংশ। ফকিরাফুল থেকে কেনা ৬ষ্ঠ শ্রেণীর 'চারুপাঠ' বইয়ের ৭২ পৃষ্ঠার পর থেকে এই গণ্ডগোল দেখা যায়। এই বইয়ের ৭৩ থেকে ১০৪ পৃষ্ঠা পর্যন্ত হচ্ছে অষ্টম শ্রেণীর 'ভাষা ও শিক্ষা।' বোর্ডের সকল বই বিদেশী নিউজপ্রিন্টে ছাপানোর কথা থাকলেও উল্লিখিত এই ৩২ পৃষ্ঠা ছাপা হয়েছে খুবই নিম্নমানের নিউজপ্রিন্টে। এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট লাইব্রেরীর সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তাঁরা জানান, পুস্তকার কাছ থেকে এভাবেই তাঁরা পেয়েছেন। পুস্তকা কর্তৃপক্ষ অবশ্য এ রকম ওলটপালট পৃষ্ঠার ব্যাপারে কোন প্রকার সদুত্তর দিতে পারেনি। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক পুস্তকার এক কর্মকর্তা জানান, বাঁধাইয়ের সময় ভুলভ্রান্তি হতে পারে। অপর এক কর্মকর্তা বিষয়টিকে বাংলাবাজারের প্রকাশকদের ষড়যন্ত্র বলেও অভিহিত করেন। এসব ব্যাপারে বোর্ডের চেয়ারম্যানের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি মুখ খুলতে রাজি হননি। মঙ্গলবার বেলা ১২টা ৫৫ মিনিটে টেলিফোনে যোগাযোগ করলে চেয়ারম্যান ডঃ তপন কান্তি চৌধুরী বলেন, 'এখন কোন কথা বলতে পারব না। কোন কমেন্টই করতে পারব না। অসুবিধা আছে। অনুগ্রহ করে পরে ফোন করেন।' পরে কখন জানতে চাইলে তিনি লাইন কেটে দেন। পরে সশরীরে বোর্ড অফিসে গিয়েও তাঁর সঙ্গে দেখা করা সম্ভব হয়নি।

তবে বোর্ডের একাধিক কর্মকর্তা নাম প্রকাশ না করার শর্তে জানান, এত সব গোঁজামিল দিয়ে বই প্রকাশের কারণেই পুস্তকা বোর্ডের কাছ থেকে সেল পারমিশন না নিয়েই বিতরণ শুরু করে দিয়েছে। এটি রীতিমতো ক্রিমিনাল অফেন্স। কিন্তু উপরের চাপের কারণে আমাদের হাত-পা বাঁধা। তিনি জানান, দরপত্রের শর্ত অনুযায়ী যে কাগজে বই ছাপার কথা ছিল তার চেয়ে অর্ধেক মূল্যের নিম্নমানের কাগজে ছাপা হয়েছে বইগুলো। এভাবে বোর্ডকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে পুস্তকা কেবল কাগজ বাবদই হাতিয়ে নিচ্ছে কমপক্ষে ১৫ কোটি টাকা।

এদিকে পাঠ্যপুস্তক সঙ্কট এবং এ কারণে দেশব্যাপী ছাত্রছাত্রীদের ক্ষতি অভিযোগ এনে মামলা দায়ের করা হয়েছে পুস্তকার ইকবাল আহমেদ এবং বোর্ডের চেয়ারম্যান ডঃ তপন কান্তি চৌধুরীর বিরুদ্ধে। পেনাল কোডের ৪২০ এবং ৪০৯ ধারা মোতাবেক ঢাকার সিএমএম কোর্টে মামলাটি দায়ের করেন এ্যাডভোকেট অশোক কুমার ঘোষ। বিজ্ঞ আদালত মামলাটি তদন্তের জন্য দুর্নীতি দমন সংস্থায় পাঠিয়েছেন তদন্তের জন্য।

বিপরীতদিকে বাংলাদেশ পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা সমিতি মঙ্গলবার পাঠ্যপুস্তক সঙ্কট নিরসনের লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রী বরাবর সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব দিয়েছে। প্রস্তাবে তারা বলেছে—অনতিবিলম্বে তাদের হাজার হাজার সদস্য প্রতিষ্ঠানকে পাঠ্যবই মুদ্রণ ও বাজারজাতের দায়িত্ব প্রদানের। অন্যথায় আগামী মে-জুন পর্যন্ত এ সঙ্কটের নিরসন হবে না বলে তারা আশঙ্কা প্রকাশ করেছে।

দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে জনকণ্ঠের প্রতিনিধিদের সংবাদে দেখা যায়, বিভাগীয় শহরগুলোতে সামান্য কিছু বই পাওয়া গেলেও জেলা পর্যায়ে একেবারেই নেই বোর্ডের বই। চট্টগ্রাম শহরের লাইব্রেরীগুলোতে ছাত্রছাত্রীদের প্রচণ্ড ভিড় লক্ষ্য করা গেছে। শহরের বাড়তি চাহিদার কারণে জেলা, উপজেলাগুলোতে তারা বই সরবরাহ দিতে পারছে না। খুলনা বিভাগীয় শহরে ৮ম শ্রেণীর বাংলা ব্যতীত বাকি ১৩ ধরনের বই ১০ হাজার কপি করে গিয়েছে। ৮ম বাংলা গেছে মাত্র ৫ হাজার। স্থানীয় ব্যবসায়ীদের মধ্যে এ সংখ্যা প্রকৃত চাহিদার বড়জোর এক-তৃতীয়াংশ। খুলনায় পাঠ্যবইয়ের দাবিতে ছাত্রছাত্রীরা নগরীতে বিক্ষোভ মিছিল করেছে। সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফ্রন্ট জেলা প্রশাসকের কার্যালয় ঘেরাও করে স্মারকলিপি দিয়েছে। যশোরে ৮টি উপজেলায় মাধ্যমিক ও নিম্ন মাধ্যমিক স্তরে ২ লাখ ৭ হাজার ৬শ' ছাত্রছাত্রী রয়েছে। এরা কেউ কোন বই পায়নি। জেলা শহরের আজিজিয়া লাইব্রেরী, পপুলার লাইব্রেরী ও জসিম বুক ডিপোর বই বিতরণের কথা থাকলেও এরা কেউই এখনও কোন বই পায়নি। কবে নাগাদ বই পাবে সে কথাও তারা বলতে পারছে না উদ্বিগ্ন অভিভাবক ও ছাত্রছাত্রীদের। টাঙ্গাইলে একটি মাত্র প্রতিষ্ঠান মাত্র ৬শ' বই পেয়েছে বলে জানা গেছে। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে এসব বই শেষ হয়ে যায়। অভিভাবকরা পাগলের মতো লাইব্রেরী থেকে লাইব্রেরীতে ছোটাছুটি করছে।